আমাদের সময়

তারিখ 02 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রাথমিকেই ঝরে যায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল, মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরে গত সাত বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৬৭ লাখ ৫৪ হাজার ১৯৯ জন। এর পরও উদ্বেগের বিষয় এই যে, সরকারি তথ্যমতেই এখনো প্রাথমিকেই ঝরে যায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হলে ঝরেপড়া রোধের প্রতি আরও গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়– প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল, মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরে ২০১০ সালে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২ কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ জন। ২০১১ সালে এটি ৩ কোটি ২২ লাখ ৩৬ হাজার ৩২১ জনে দাঁড়ায়। ২০১২ সালে আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৩ কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ জনে। এরপর ২০১৩ সালে ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন, ২০১৪ সালে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জনে দাঁড়ায়। ২০১৫ সালে আগের বছরের তুলনায় ফের কিছু কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪ কোটি ১৭ লাখ ৯২ হাজার ৪৩৫ জনে। ২০১৬ সালে আবার ৪ কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জনে উন্নীত হয়েছে। সেই হিসাবে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সাত বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ১ কোটি ৬৭ লাখ ৫৪ হাজার ১৯৯ জন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হলে ঝরে পড়ার হার কমাতে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজনরা। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

প্রাথমিকেই ঝরে যায় ২১ শতাংশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সরকারি উপবৃত্তি দেওয়া হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এখনো দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রতি একুশ জনে ২১ জন শিশু ঝরে যায়। বর্তমানে ৮২টি উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুপুরে দেখা হচ্ছে উন্নতমানের বিস্কুট অথবা রান্নাকরা খাবার। তবু প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমছে না। শিশুরা লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজে লেগে যায় অথবা বাড়িতে অলস সময় কাটায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়, ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এসব শিশুর অনেকেই কাজে যোগ দেয়। আবার কেউ কেউ বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয়।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে ভুয়া ভর্তি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এ বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার যে চিত্র দেওয়া হচ্ছে, তা আমাদের চিত্র নয়। অনেক স্কুল ভুয়া এনরোলমেন্ট (ভর্তি) দেখায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তবে এসব শিক্ষার্থী দেখাতে পারে না। বেশি বেশি নতুন বই ও বিস্কুট পাওয়ার জন্য হয়তো নকল ভর্তি দেখানো হতে পারে। তবে এ ধরনের কাজ বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত চিত্র বের করা হবে। আসল তথ্য পাওয়ার পর আমরা তা জাতির সামনে তুলে ধরব। এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। মন্ত্রী বলেন, আমরা শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তি দেওয়ার চেষ্টা করব। অর্থের পরিমাণ হয়তো এখন বাড়ানো যাবে না। কিন্তু ১০০ টাকা করে হলেও সবাইকে উপবৃত্তি দেব।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য নয়। শিক্ষায় অতিমাত্রায় ব্যয় এর প্রধান কারণ। দরিদ্র ব্যক্তিও চান তার সন্তান লেখাপড়া করুক। এজন্যই তিনি শিশুকে নিয়ে স্কুলে আসছেন। নাম লেখাচ্ছেন। কিন্তু লেখাপড়া নিয়ে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে টিকতে না পেরে অনেকেই ঝরে যাচ্ছে। বর্তমানে নোট, গাইড আর প্রাইভেট ও কোচিংয়ের দৌরাত্ম্য চলছে। তিনি বলেন, যেসব এলাকায় ঝরেপড়ার সংখ্যা বেশি, সেসব এলাকা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। সরকারকে এ বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। ঝরেপড়ার হার হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. আবুল এহসান বলেন, ঝরে পড়ার হার আগের চেয়ে অনেক কম হলেও একেবারে রোধ না করা গেলে বা বর্তমান শিক্ষার্থী-বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে না পারলে শিক্ষার বর্তমান চেহারা হয়তো একদিন ম্লান হয়ে যাবে। নানা কারণে শিশুরা ঝরে পড়ে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত কারণগুলো হচ্ছে– স্বাস্থ্যহীনতা বা অপুষ্টি; পারিবারিক অবস্থা যেমন শিশুশ্রম, দরিদ্রতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা ইত্যাদি।